১৪ অগাস্ট ২০১৩

বিবৃতি

অধিকার কর্তৃপক্ষ এবং এর সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান এর পরিবার মানবাধিকার কর্মী আদিলুর রহমান খান এর গ্রেপ্তারের পর দেশের এবং বিদেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম, মানবাধিকার কর্মী ও সর্বস্তরের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সংহতি ও সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই অধিকার মানবাধিকার বিষয়ে তার অঙ্গীকার নিশ্চিত করে আসছে; যে জন্য জাতিসংঘসহ দেশে এবং বিদেশে অধিকার তার কাজের জন্য প্রশংসিত হয়েছে। অধিকার তার কার্মকান্ড পরিচালনা করতে গিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন এর বিষয়ে কখনোই ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির প্রতি কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করেনি। অধিকার বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, নির্যাতন, গুম, সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘণ বন্ধের জন্য সচেষ্ট। তাই ১৯ বছর ধরে অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি সরকার অধিকার এর কর্মকান্ডের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। আদিলুর রহমান খানের পরিবার ও অধিকার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন কারণ তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) গ্রেফতার করেছে তা নিশ্চিত করে প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

অধিকার শুরু থেকেই প্রতিটি সরকারের আমলে প্রতিমাসেই মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো যে, বিভিন্ন সরকারের আমলে অথবা সেনা সমর্থিত সরকারের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেই চলেছে। অধিকার এই সকল মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের জন্য কাজ করে চলেছে। ১০ অগাষ্ট ২০১৩, রাত আনুমানিক ১০:২০ টায় যখন অধিকার এর সাধারন সম্পাদক আদিলুর রহমান খান তাঁর পরিবারসহ বাসায় ফিরছিলেন, তখন সাদা পোশাকের প্রায় ১০ জন লোক একটি সাদা মাইক্রোবাস যার নম্বর ঢাকা মেট্রো- ৫৩৪২০৬ থেকে নেমে এসে আদিলুর রহমান খানকে ঘিরে ফেলে। তাঁরা নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) বলে পরিচয় দেয়। যখন তাঁরা আদিলুর রহমান খানকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলে তখন আদিলুর রহমান খান তাঁদের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখতে চান কিন্তু তাঁরা তা দেখাতে ব্যর্থ হন। সাদা পোশাকের ওই লোকগুলো সেসময়ে তাঁকে মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। আদিলুর রহমান খান এর পরিবার এবং অধিকার এর কর্মীরা তখন তাঁর সন্ধান পাবার জন্য গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে। এ বিষয়ে আদিলুর রহমান খানের পরিবার একটি সাধারণ ডায়রি করার জন্য গুলশান থানায় গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদিলুর

রহমান খানের বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ার কথা জানান এবং সাধারণ ডায়রি করার ব্যাপারে অপরাগতা প্রকাশ করেন।

১১ অগাষ্ট ২০১৩ মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করার আগে তাঁর আইনজীবী ও পরিবারের কেউই তাঁকে গ্রেফতারের কারণ কি তা জানতে পারেনি এমনকি তাঁর সাথে যোগাযোগও করতে পারেনি। যখন তাঁকে ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হল তখন জানা গেল যে, তাঁকে সিআরপিসি ১৮৯৮ এর ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১০ দিনের রিমান্ড চেয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় ঐ রাতে কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি বা কেউ মারা যায়নি, কিন্তু অধিকার ৬১ জন মারা গিয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পুলিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তথ্য মন্ত্রনালয় থেকে মৃতের তালিকা চাওয়া হলেও অধিকার কোন তথ্য দেয়নি যার জন্য আদিলুর রহমান খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই বলে যে অধিকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ লঙ্ঘন করেছে। একইদিনে, আদালত আদিলুর রহমান খানের জামিন না মঞ্জুর করে এবং ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে গোয়েন্দা পুলিশের হাজতে পাঠায়। ১২ অগাষ্ট ২০১৩ আদিলুর রহমান খান ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে একটি ক্রিমিনাল মিসেলিনিয়াস পিটিশন দাখিল করেন। পিটিশনে আদিলুর রহমান খান উল্লেখ করেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট এবং যা অশুভ উদ্দেশ্যে তাঁকে নির্যাতন ও অপদস্ত করার লক্ষ্যে করা হয়েছে। পিটিশন থেকে জানা যায়, তথ্য মন্ত্রনালয়ের ১০ জুলাই ২০১৩ তারিখের চিঠির জবাবে ১৭ জুলাই ২০১৩ অধিকার পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, সরকার যদি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে তবেই অধিকার ৫ ও ৬ মে ২০১৩ ঘটনার নিহতের তালিকা প্রকাশ করবে কারণ তদন্ত কমিশন আইন ১৯৫৬ অনুযায়ী সরকারকে কমিশন গঠনের ক্ষমতা দেয়া আছে। আদিলুর রহমান খানের গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের বৈধতার বিষয়ে উচ্চআদালতে বলা হয়, ৫৪ ধারায় রিমান্ডে
নেয়া ব্লাষ্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় (৫৫ ডি এল আর ৩৬৩) উচ্চআদালতের রায়ের সরাসরি লঙ্ঘন।

আদিলুর রহমান খানের আইনজীবিদের শুনানীর পর উচ্চআদালত তাঁর রিমান্ড স্থগিতের আদেশ দিয়ে রুল জারি করে এবং বলে যদি প্রয়োজন হয় তবে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৩ অগাষ্ট ২০১৩ তাঁকে মহানগর মূখ্য হাকিম আদালতে হাজির করা হয় এবং সেখান থেকে প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং পরে কাশিমপুর কারাগারে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য যে, জেলকোড অনুযায়ী আদিলুর রহমান খানের জন্য ডিভিশন চাওয়া হলেও ম্যাজিষ্ট্রেট পিটিশনটি প্রত্যাখান করে ডিভিশন চেয়ে প্রত্যাখাত পিটিশনটি নির্দেশ করে যে আদিলুর রহমান খানের সাথে আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে না।

অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব হতেই আদিলুর রহমান খান মানবাধিকার রক্ষার কাজ করেছেন । আইনজীবী হিসেবে তিনি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের পক্ষে অনেক মানবাধিকারের মামলা লড়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি এবং অন্য তিনজন আইনজীবী ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে দন্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। তিনি শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সাথে ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতে থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে ছিলেন সোচ্চার। ৩১ অক্টোবর ২০০১ এ তিনি ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে যোগ দেন এবং ১০ মে ২০০৭ এ অব্যহতি নেন। ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে তিনি মানব পাচার অভিযুক্তদের বিচার কার্যের পরিচালনার সমন্বয়ক হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। একজন তরুন আইনজীবী, জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল-জাসদ (ইনু) এর সদস্য হিসেবে তিনি সক্রিয়ভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১১ অগাস্ট ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.২০ টায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অধিকার অফিসে তল্লাশি চালায়। তারা দুটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়। দুটি সিপিইউতেই অধিকারের ডকুমেন্টেশনের তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট ও ভিক্টিমদের ডকুমেন্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহ ৫ ও ৬ মের প্রতিবেদন ও তথ্য ছিল। অধিকার মনে করেছে এই তথ্যগুলোকে বিকৃত করা হতে পারে এবং ভিক্টিম ও স্বাক্ষীদের গোপনীয় তথ্য নিরাপত্তা ও বিঘ্নিত হতে পারে। গোয়েন্দা পুলিশ আদিলুর রহমানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত র‍্যালিতে বাধা দিচ্ছে ও অধিকারের পরিচালক ও স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ করছে।

অধিকার আন্তরিকভাবে কোন পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই মানবাধিকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আইনের শাসন, গনতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অধিকার সরকারের কাছে আদিলুর রহমান খানের অবিলম্বে মুক্তির দাবি ও ভিকটিমদের নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছে। অধিকার আশা করে যে, কোন ব্যক্তিরই অবমাননা ও ভুল বিচারের শিকার হওয়া উচিৎ নয়, যা যে কোন মানবাধিকার কর্মীর মূল দর্শন।